দুটি সবুজ মনের
মন দেয়া-নেয়ার
মধুর কাহিনী আর
মিষ্টি মিষ্টি গান

ঊষা এন্টারপ্রাইজেস
প্রযোজিত ও পরিবেশিত

দুটি পাতা

ইস্টম্যানকালার

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা
শ্রীবিমল রায়

নির্মলকুমার গুহ
নিবেদিত

উষা এন্টারপ্রাইজেস্-এর
প্রথম নিবেদন

দুটি পাতা

ইস্টম্যানকলায়

প্রযোজনা—নিহারেন্দু গুহ, সুখেন্দু গুহ (কাজল) সরজেন্দু গুহ, (বাচ্চু)।
পরিচালনা—শ্রীবিমল রায়। সঙ্গীত—মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়।
কাহিনী ও সংলাপ—ডাঃ বিশ্বনাথ রায়। গীতিকার—গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার।
চিত্রগ্রহণ পরিচালনা—কানাই দে। চিত্রগ্রহণ—বিমল চৌধুরী।
প্রধান সম্পাদক—রমেশ যোশী। সম্পাদনা—শক্তি রায়।
নেপথ্য কণ্ঠ -আশা ভোঁসলে, অমিত কুমার, বিটু সমাজপতি, মৃনাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য। নৃত্য পরিকল্পনা—নরেশ কুমার। শিল্প নির্দেশনা—সূর্য চ্যাটার্জী। সর্বাধ্যক্ষ—সরজেন্দু গুহ (বাচ্চু)। ব্যবস্থাপনা—রবীন মুখার্জী। রূপসজ্জা—নিতাই সরকার। কেশবিন্যাস—জলি বিউটি পারলার। সাজসজ্জা—দি নিউ স্টুডিও সাপ্লাই, পুলিন কয়াল। শব্দগ্রহণ—অনিল দাসগুপ্ত, জ্যোতি চ্যাটার্জী ও সৌমেন চ্যাটার্জী। টেকনিশিয়ান্স স্টুডিওতে আনন্দ চক্রবর্তীর তত্ত্বাবধানে গৃহিত। বহির্দৃশ্য গ্রহণের যন্ত্রপাতি—দেওজীভাই পধিয়ার। জেমিনি কালার ল্যাবটারিজ-এ (মাদ্রাজ) ইষ্টম্যানকালার পরিস্ফুটিত ও মুদ্রিত। ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবটারিজ-এ সম্পাদিত ও আবহ সঙ্গীত গৃহিত। আলোক সম্পাতে—প্রভাস ভট্টাচার্য্য, ভবরঞ্জন দাস, সুনীল শর্ম্মা, তারাপদ মান্না, কাশী কাঁহার, কিশোরী ভট্টাচার্য্য রামদাস কাঁহার, হংসরাজ সৌর্য্য, বাবু দত্ত ও সুনীল মণ্ডল। সঙ্গীতগ্রহণ—ভি. রমন (ফেমাস ল্যাব, বম্বে) কৌশিক বাবা (ফিল্ম সেণ্টার, বম্বে) সুশান্ত ব্যানার্জী (এইচ, এম, ভি, কলকাতা)। শব্দ পুনঃযোজনা—জ্যোতি চ্যাটার্জী (এন, এফ, ডি, সি, কলকাতা)।
সহকারী বৃন্দ—পরিচালনা—অধীর ভট্টাচার্য্য, অরুন দাস। সঙ্গীত—দিলীপ রায়, উত্তম সিং (বম্বে)। চিত্রগ্রহণ—সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য, মোহন রানা। সম্পাদনা—জয়ন্ত লাহা। ব্যবস্থাপনা—রমেণ দেব, তিনু বনিক। শিল্প নির্দেশনা—অনিল পাইন। শব্দগ্রহণ—বাবাজী শ্যামল, গোপাল ঘোষ, ভোলানাথ সরকার। রূপসজ্জা—বংশী রায়।
নৃত্যাংশে—মনীষা, শ্বাশ্বতী, অর্পিতা, কাজল, কাকলী, দুর্ব্বা, কাকলী বসু, মনোজ, অরূপ, নালাক, অমল টুবলু, অমর ও প্রদীপ্ত।
স্থিরচিত্র—তপন নন্দী। পরিচয়পত্র লিখন—গৌতম ভৌমিক, মানিক সাহা।
দৃশ্যপট অঙ্কন—চণ্ডিচরণ ভড়। প্রধান সহকারী পরিচালনা—কনক চক্রবর্তী।
প্রচার—সিনে মিডিয়া। বিশ্বপরিবেশনা—উষা এন্টারপ্রাইজেস।

মুখ্যচরিত্রে—প্রসেনজিৎ ও নবাগতা মিতাদেব রায়।
অন্যান্য চরিত্রে—সুমিত্রা মুখার্জী। দীপঙ্কর দে। উৎপল দত্ত। রবি ঘোষ। মঞ্জু চক্রবর্তী। শোভা সেন। মিনাক্ষী গোস্বামী। সংঘামিত্রা। নিলাঞ্জনা। লিজা ঘোষ। হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়। চিন্ময় রায়। শেখর চ্যাটার্জী। সন্তোষ দত্ত। অসিত বরণ। রূপক মজুমদার। বলাই মুখার্জী। রথীন বোস। ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য্য। ডাঃ এস, সি, কাহালী। অর্দ্ধেন্দু ভট্টাচার্য্য। ধীমান চক্রবর্তী। নুপুর ঘোষ। সোমা। মিতালী। শিবানী। প্রতিভা। মঞ্জু। শশী। রূপালী বেবী বুলবুল। রজত দাস। বিভূতি নন্দী। সতু। নিতাই। দিলীপ। বৈজনাথ। কামরুল। ফাইটিং বয়েজ—খোকন দাস, বিশু সাহা, রবীন দাস, গুণু দত্ত ও আরো অনেকে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার—
গ্যাঞ্জেস ওয়াটারপ্রুফ্ ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড। অমলেন্দু গুহঠাকুরতা। মিহির বরণ রায়। মানিক ঘোষ। জিতেশ চন্দ্র ব্যানার্জি। প্রণব কুমার শুর। শিবদাস ভট্টাচার্য্য। শিলিগুড়ি থানা। ফুকুগুড়ি টি স্টেট। থরবো টি স্টেট। টিংলিং টি স্টেট। মোরগাম এণ্ড গুলমা টি স্টেট হাসপাতাল। দার্জিলিং রোপ ওয়েজ। কালিঝেরা বাংলো। জিমখানা ক্লাব (পার্ক সার্কাস ময়দান)। সল্টলেক সুইমিং ক্লাব। সমীর দাসগুপ্ত। কুন্তল দাশগুপ্ত। স্বপন গুহ বিশ্বাস। মাল পার্ক এণ্ড গার্ডেন্স।

কাহিনী

অলক বোস সুন্দর ফুটফুটে স্মার্ট তরুণ ইঞ্জিনীয়ার—বাবা মার সঙ্গে তাদের নিজস্ব বিরাট চা-বাগানে মাঝে মাঝেই ভিজিট করতে আসে। বাবা অমিতাভ বোস যখন চা-বাগানের তদারকীতে থাকেন তখন ও বাবার জীপটা নিয়ে পাহাড়তলীর আনাচে কানাচে যত্রতত্র ঘুরে বেড়ায়। পাহাড়ী সৌন্দর্যের অনাবিলতার বনফুল, পাখী, লতার বিক্ষিপ্ত ছড়ানো ছিটানো রূপকে সংগ্রহ করে নিজের প্রেমপুষ্ট কাব্যিকতার লাগামটাকে বরং বলা ভাল জালটাকেই বিছিয়ে দেয়। সেই জালে প্রথম যে শিকারটি ধরা পড়ল—সে কুসুম। ওদেরই চা-বাগানের মংলু সর্দারের মেয়ে। যে মেয়ের জংলী রূপধারিনী হওয়ার কথা —সে যেন প্রকৃতির কোন রহস্য মায়াজালে অপরূপ রূপে উদ্ভাসিতা হয়ে আছে। ক্ষণে ক্ষণেই অলোকের জীপ থেমে যায় —কুসুমকে দেখে। কুসুমের সঙ্গে আলাপচারী চালাতে চালাতে কোন সময় ওর প্রেমেই পড়ে যায়। কুসুম মন্দিরে গান গায়, সকলের থেকে আলাদা হয়ে কুসুমের সেই গানের রূপ রস গন্ধ সংগ্রহ করে অলক নিজে নিজেই মৌতাত করে।

কুসুমের একদিন ছোটখাটো একটা একসিডেন্ট হল। জীপে করে অলক ঘুরতে ঘুরতে ঐ দৃশ্যে উপকারীর ভূমিকায় নিজেকে হাজির করল। সেরে সুরে যাওয়ার পর কুসুম সুস্থ হয়ে পরিত্রাতার ভূমিকা থেকে নামিয়ে এনে অলককে প্রেমিকের আসনে বসিয়ে দিয়ে অলকের প্রেমকে স্বীকৃতি জানাল। যেহেতু জীপের মাইনে করা ড্রাইভার —সুধাংশুর [illegible]ী নামে এক স্থানীয় মেয়ের সঙ্গে আসনাই চলছে সেই অবকাশটুকু অলক-কুসুম ভাল করে কাজে লাগাচ্ছে।

এদিকে এসব খবর বাতাসে বাতাসে ভর করে ভেসে এল অলকের বাবা অমিতাভ বাবু ও তার মা বিদিশা দেবীর কানে। '—সে কি! আমাদের এমন নামী শহুরে ছেলে কিনা এক জংলা মেয়ের প্রেমে পড়েছে? এ কিছুতেই হতে দেওয়া চলে না! ডাক জংলুকে।'

বিদিশা দেবী কলকাতায় ফিরেই ছেলের বিয়ের জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। পেয়েও গেলেন মনের মত পাত্রী। ওঁরই বাল্য বন্ধু মণিকাদেবীর মেয়ে উচ্চশিক্ষিতা রূপবতী দেবিকা। অলক কিন্তু মনে মনে গুমরে আছে। ভাল করে কারুর সঙ্গে কথাই বলে না। ওদিকে বিয়ে প্রায় পাকা হতে চলেছে। অমিতাভ বাবুরা বিয়ের পাকা কথার দিন একটা পার্টী দিলেন বাড়ীতে। আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধবে ঘর ভর্ত্তি। কিন্তু এরই মধ্যে থেকে কোন ফাঁকে অলক পালাল।

ওঁরা তো চিন্তায় পড়লেন। চারিদিকে খোঁজ খোঁজ টেলিফোন, ট্রাঙ্ককল, থানা পুলিশ ইত্যাদি। দিন চারেক পর হদিশ মিলল—অলক আছে ওদের-ই চা-বাগানে। বলা বাহুল্য—কুসুমও আছে সেখানে। খবরটি দিয়েছেন—ওঁর চা-বাগানের ম্যানেজার মিঃ হালদার। ওঁরা খবর পেয়েই সদলবলে ছুটে গেলেন স্পটে।

বিরক্ত মংলু বিদিশা দেবীর হাতে একটি লকেট তুলে দিলেন। কি ব্যাপার? আরে এযে ওঁদেরই এক পার্টনার প্রতুলবাবুর মেয়ের লকেট। হ্যাঁ হ্যাঁ সেই যে বিদিশা দেবী লকেটের একদিকে নিজের নামটিও খোদাই করে দিয়েছিলেন। যে প্রতুলবাবুরা সপরিবারে এই পাহাড়তলীরই কোন খাদের নীচে চিরসমাহিত হয়ে আছেন। ঘটনা তাই। সেই একসিডেন্টে প্রাণ ফিরে পেয়েছিল একমাত্র এই কুসুমই।

--তারপর? ··· ··· তারপর? ··· ···

সঙ্গীত

গান—এক

আমার কুয়াশা যে ওড়না
সাদা তুষার বর্ণা।
মেঘ যে আমার মেঘলা
আর মনটা হল ঝরণা ॥
কাঞ্চনজংঘার ঐ রূপ বাহারে
চোখে জাগে একি রং আহারে
পাখীদের ঐ ডেকে বলি
গানে এ প্রাণ ভরণা।
মনটা হল ঝরণা ॥
আমি কে তা নিজেই জানিনা।
বাধা বাঁধন কিছুই মানিনা।
কে আছিস আয়না দেখি
আমায় এসে ধরনা ॥
মনটা হল ঝরণা ॥

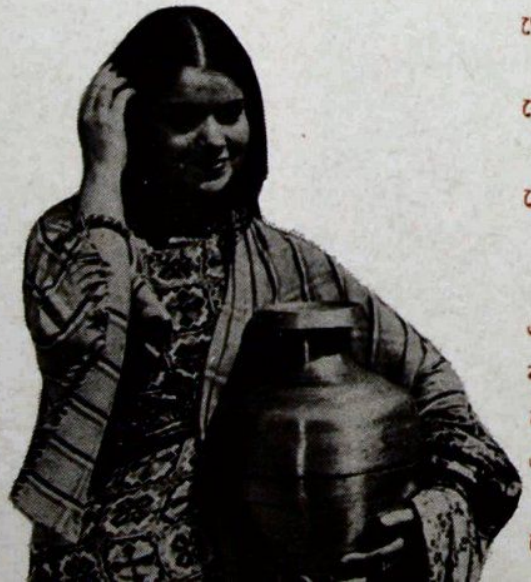

গান—দুই

পাহাড় পাহাড় পাহাড়
আজ চারধারে দেখ বাহার।
রূপসী লো রূপসী নাচে আর গানে
তোল তোল তোল, তোলরে মাতন প্রাণে
পাহাড় পাহাড় পাহাড়
আজ চারধারে দেখ বাহার।
উঁ-হুঁ··· ওকে দিস্‌নি কেন নোলক
ও শুনবে না তোর ঢোলক
তোর কাছে আর যাবে কিসের টানে
তোল, তোল, তোল, তোলরে মাতন প্রাণে
রূপসী লো রূপসী নাচে আর গানে
তোল, তোল, তোল, তোলরে মাতন প্রাণে
পাহাড় - পাহাড় - পাহাড় - - -
চারধারে দেখ বাহার ॥
তুই ফেরাস কেন চোখ
যার সাথে তুই নাচবি রে আজ
এই দেখ সেই লোক।
ধ্যাৎ এ আবার নাচ নাকি ?
বেশ তো তোমার নাচই হোক।
দেখি তুমি কেমন নাচের লোক ॥
হেই·····ডিস্কোর যুগে আর
তোমাদের ঐ নাচ চলেনা
তোমাদের ঐ নাচ আজ আর
নাচ কেউ বলে না ॥
যে নাচে নেই গো ঝড়
যে নাচে ভাঙে না ঘর ॥
যে নাচে আগুন জ্বলে না
যে নাচে বরফ গলে না ॥
তাকে নাচ কেউ বলে না।
এসো তালি বাজিয়ে হাতে
নাচো আমার সাথে—নাচো নাচো
নাচো আমার সাথে—মন খুলে নাচো
এসো তালি বাজিয়ে হাতে
নাচো আমার সাথে
হেঁ হেঁ হেঁ··· হেঁ হেঁ হেঁ··· হেঁ হেঁ হেঁ ॥

গান—তিন

নমঃ শিবায় শান্তায় কারণ এয় হে তবে
নিবেদয়ামি চাত্মানং গতিস্তং পরমেশ্বর
আ··· আ··· প্রভুমীশ মনীশ মশেষগুনং
গুনহীন মহীশ গরাভরম্‌
রণনির্জিত দুর্জয় দৈত্যপুরম
প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুম ॥
গিরিরাজ সুতান্বিত বামতনুং
তনুনিন্দিত রাজিত কোটি বিধুম
বিধি বিষ্ণু শিরোধৃত পাদযুগর
প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুম ॥
শশলাঞ্ছিত রঞ্জিত সন্নকুটং
কটি লম্বিত সুন্দর কৃত্তিপটম্‌।
সুর শৈবালিনীকৃত পূতজটং
প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুম ॥

গান—চার

ঝর ঝর ঝরে ঝিল মিল ঝরণা
খিল খিল হাসে, খিল খিল হাসে
নীল নীল আকাশ বুকে তার ধরে
ও দূরে কেন এসো পাশে ঝর ঝর ঝরে·····
এসো না—ফুল পাখী
এদের সঙ্গে তুমি মেশো
এদের মত বন্ধু পাবে না—
তোমায় ছেড়ে এরা যাবে না—এসো— ॥
সত্যি সেই রূপকথার দেশে এলাম লা - লা—
ঠাকুরমার ঝুলির সেই
নীল পরীর দেখা পেলাম— লা— লা—
এখানে নেই কারো মুখে মুখোশ কোনো
এখানে সবাই তো সহজ সরল
নেই তো মনে কোরো গরল এসো—
দূরে কেন এসো পাশে·····
ঝর ঝর ঝরে ঝিল মিল ঝরণা
খিল খিল হাসে খিল খিল হাসে
ও দূরে কেন এসো পাশে লা— লা—
দূরে কেন এসো পাশে·····লা— লা—

গান···পাঁচ

(হাসি)—হাঃ হাঃ হাঃ— হাঃ হাঃ হাঃ—
ধ্যাৎ ছাড়ো—
বেশ তো যাওনা দেখি যেতে কেমন পারো
আড়ি—
ভাব - তোমায় ছেড়ে কি যেতে পারি
তুমি ভারি দুষ্টু
আর তুমি ভীষণ মিষ্টি—
মিষ্টি না ছাই—
যতই বল এ মুখের তুলনা নাই
যা বলছি শোন, লক্ষী মেয়ের মত শোন
কি ?
হাতটা ধর তিন সত্যি কর
এ হাত জীবনে আর ছাড়বে না।
তুমিও কিন্তু আমায়
ছেড়ে যেতে পারবে না
চলো— কোথায় যাবো বল।
ফুলপাখী আর মেঘ কুয়াশার দেশে
সবুজ মনে কুড়িয়ে খুশী
যাবে যে দিন হেসে
সত্যি! হ্যাঁ গো—
আমার পাশে থাকবে তুমি
আমি তোমার পাশে
তোমায় আমায় দেখে যেন চন্দ্র সূর্য হাসে
ফুল পাখী আর মেঘ কুয়াশার দেশে
সবুজ মনে কুড়িয়ে খুশী যাবে যেদিন হেসে
যাবে যেদিন হেসে··· যাবে যেদিন হেসে···

গান—ছয়

হায়……মনটা যদি না থাকতো
আমার কিছুই মনে পড়তো না
এই মন ও তবে এমন ককে
কেমন কেমন করতো না
আর তাকে ও মনে পরতো না
চোখকে বোঝাই সে কি বোঝে
এদিক ওদিক তাকেই খোঁজে
যদি দুঃখ দেবে নাই ভাবতো
হাত দুটো সে ধরত না
[illegible]র [illegible]াকেও মনে পড়তো না
ঝর[illegible]
এখন সে তো চো[illegible]
আমার হয়ে কাঁদে আমার
ঐ যে প্রিয় পাখীর দল
কত কি মোর মনে করায়
কি জ্বালা এই মনে পড়ায়
যদি সে না থাকলে ভালোই লাগতো
তবে দু চোখে জল ঝরাতো না
আর তাকে ও মনেও পড়তো না

গান—সাত

হুঃ! সাবাস!
কেন যে এমন হলো কে জানে
সাবাস সাবাস সাবাস! হায়রে ভাগ্য
ফুলে ছিল প্রজাপতি এলো প্রদীপের
কাছে কোন টানে
সাবাস সাবাস সাবাস……
দিন গুলো ছিল বেশ উজ্বল সুন্দর
সূর্য্যের আলোয়
মেঘ এসে আকাশটা হায়রে
ঢেকে দিল আঁধারের কালোয়
আজ নদীটাকে মরু ডেকে আনে
[illegible]বাস সাবাস
কেন বন্দী হল[illegible]
কি করে গাইবে সে গান
কে তার শুকনো প্রাণ বাঁচায়
সেই দরদ কোথায় তার গানে
সাবাস সাবাস সাবাস

মধুমিতা এন্টারপ্রাইজেস প্রযোজিত
অমলেন্দু গুহঠাকুরতা নিবেদিত

দুজনে

রঙীন

পরিচালনা · অর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায় সংগীত · বাপী লাহিড়ী

শ্রেঃ মিঠু মুখোপাধ্যায় · জয় সেনগুপ্ত · প্রদীপকুমার
বিপ্লব চট্টোপাধ্যায় ও নবাগতা উমা বন্দ্যোপাধ্যায়
এবং কল্পনা আয়ার

· নেপথ্য-কণ্ঠে ·
কিশোরকুমার · আশা ভোঁশলে · বাপী লাহিড়ী · [redacted]